রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ২১, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৮ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১১৩-আইন/২০২৪।—খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ১৮ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অনুমোদিত জাত"** অর্থ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যশস্যের কোনো জাত;

(খ) **"আইন"** অর্থ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ, আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২১ নং আইন);

(গ) **"ডিও (dclivery order)"** অর্থ খাদ্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত আদেশ যাহা দ্বারা খাদ্য গুদাম হইতে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়; এবং

মূল্য : টাকা ৪.০০

(ঘ) **"স্থানান্তর" অর্থ—**

(অ) খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অথবা সরকারের এক স্থাপনা হইতে অন্য স্থাপনায় প্রেরণ; এবং

(আ) সংগ্রহ মৌসুমে অথবা আমদানির মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন খাতে ভোক্তা বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ডিলার বা জনপ্রতিনিধিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **উৎপাদন বা বিপণন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ**।—আইনের ধারা ৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিপণন বা এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) কোনো অনুমোদিত জাতের খাদ্যদ্রব্য হইতে উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্যকে উক্ত জাতের উপজাত হিসাবে নামকরণ (যেমন, বিআর-২৮ ধান হইতে মিলিং এর পর প্রাপ্ত চালের নাম বিআর-২৮ চাল) করিতে হইবে এবং অন্য কোনো নামে (যেমন, মিনিকেট, কাজললতা, আশালতা, রাধুনী বা এইরূপ অন্য কোনো নামে) নামকরণ করিয়া বাজারজাত করা যাইবে না;

(খ) খাদ্যদ্রব্যের বিদ্যমান কোনো স্বাভাবিক উপাদানের বর্ণ, গন্ধ, আকার-আকৃতি, গঠন, প্রকৃতি, ইত্যাদি অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত অপসারণ করা যাইবে না; এবং

(গ) খাদ্যদ্রব্যের সহিত মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রাকৃতিক বা, ক্ষেত্রমত, মানবসৃষ্ট কোনো উপাদান (যেমন, কোনো কেমিক্যাল এবং কোনো ধরনের কৃত্রিম রং, পাথর, বালি, ইত্যাদি) মিশ্রিত করা যাইবে না।

৪। **খাদ্যদ্রব্য অবৈধভাবে সংগ্রহ**।—আইনের ধারা ৫ এর দফা (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি খাদ্য গুদামে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য অবৈধভাবে সংগ্রহ বলিতে সরকারি খাদ্যদ্রব্য বিতরণের জন্য ডিও প্রাপ্তির পরে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করাকে বুঝাইবে, যথা:—

(ক) খাদ্রদ্রব্য উত্তোলন দেখাইয়া উক্ত গুদামে মজুত রাখা;

(খ) গুদাম হইতে উত্তোলনের নির্ধারিত সময়ের পরে খাদ্যদ্রব্য গুদামের ভিতরে মজুত রাখা; এবং

(গ) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ দেখাইয়া সমন্বয় করা:

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব-দুর্বিপাক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের লিখিত অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যদ্রব্য উত্তোলনের নির্ধারিত সময়ের পর সাময়িক সময়ের জন্য উহা মজুত রাখা হইলে তাহা সরকারি খাদ্য গুদামে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য অবৈধভাবে সংগ্রহ হিসাবে গণ্য হইবে না।

৫। **বিতরণ, স্থানান্তর, ক্রয় বা বিক্রয়**।—(১) সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় খাদ্য গুদাম হইতে ডিও এর মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য স্থানান্তর বা বিতরণকালে বস্তার উপর খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত "বিতরণকৃত" সিল ও খাতের নাম উল্লেখ করিতে হইবে এবং গুদাম কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা ডিও গ্রহণকারীগণকে খাদ্যদ্রব্যের বস্তা বিতরণকালে সিল প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

(২) খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনকারী মিলার এবং বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বা সরবরাহের প্রাক্কালে খাদ্যদ্রব্যের সকল বস্তা বা প্যাকেটের উপর নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি মুদ্রিত আকারে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

খাদ্যদ্রব্যের নাম:
খাদ্যদ্রব্যের জাতের নাম:
উৎপাদনকারী মিলের নাম :
বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
উপজেলার নাম:
জেলার নাম:
উৎপাদনের তারিখ:
নিট ওজন:
মিল গেট মূল্য:
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(৩) খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য মিলিং এর পর উহা হইতে উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ, স্থানান্তর, বিতরণ অথবা সরবরাহের প্রাক্কালে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের সকল বস্তা বা প্যাকেটের উপর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত প্রযোজ্য তথ্যাদি মুদ্রিত আকারে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। **জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্য নিষ্পত্তিকরণ**।—(১) আইনের ধারা **১১** এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্য নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে খাদ্য পরিদর্শক অথবা খাদ্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং উক্ত নমুনার পরিমাণ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) কেজি হইতে হইবে।

(২) আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো আদেশ প্রদান করা না হইলে নিম্নবর্ণিত কমিটির মাধ্যমে জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্যের নিলাম কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে,যথা:—

(ক)	**মহানগর কমিটি**	
১।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সভাপতি
২।	সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এর প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	ঢাকা মহানগরের ক্ষেত্রে, প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং	সদস্য
৬।	সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য সচিব
(খ)	**জেলা কমিটি**	
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সভাপতি
২।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার এর প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য সচিব

(৩) কমিটি নিলাম সম্পর্কিত প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ ও নিলাম কার্য সম্পন্ন করিবে।

৭। **রহিতকরণ**।—খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ৮ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের স্মারক নং ১৩.০০.০০০০.০৪৩.০১.০০১.১৭.৩১ মূলে জারীকৃত পরিপত্র এতদ্দারা রহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি
সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd